website: www.bb.org.bd

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা ।

বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৬

তারিখ ঃ মার্চ ১৯, ২০১৫ / চৈত্র ০৫, ১৪২১

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সব তফসিলী ব্যাংক

প্রিয় মহোদয়,

ভালো ঋণগ্রহীতাদের প্রণোদনা প্রদান প্রসংঙ্গে।

ব্যাংকের ঋণ আদায় ও দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সচল রাখার স্বার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত ঋণগ্রহীতাদের জন্য ঋণ পুনঃতফসিল, পুনর্গঠনসহ বিভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে। এসব সুবিধার পাশাপাশি ব্যাংকগুলো নিজস্ব নীতিমালার আলোকেও তাদের গ্রাহকদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করছে। কিন্তু ভালো ঋণগ্রহীতাদেরকে উৎসাহিত করার জন্য কোন ধরণের প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা প্রদান করার নীতিমালা নেই। এ প্রেক্ষিতে, দেশে উন্নত ঋণ সংস্কৃতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে যারা নিয়মিত ঋণ পরিশোধ করেন অর্থাৎ ভালো ঋণগ্রহীতাদেরকে অতিরিক্ত কিছু সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করার প্রয়োজন রয়েছে। এ লক্ষ্যে, ভালো ঋণগ্রহীতা চিহ্নিতকরতঃ তাদেরকে প্রণোদনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এতদ্‌প্রেক্ষিতে, ভালো ঋণগ্রহীতা (Good Borrower)-কে নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে ঃ-

১. চলমান ঋণগ্রহীতার ঋণহিসাব ক্রমাগতভাবে ৩ (তিন) বছর অশ্রেণীকৃত-স্ট্যান্ডার্ড অবস্থায় থাকলে এবং মঞ্জুরী পত্র/নবায়ন পত্রের শর্তানুসারে উক্ত ঋণ হিসাবে লেনদেন সন্তোষজনক হলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ভালো ঋণগ্রহীতা হিসেবে বিবেচিত হবেন।
২. তলবী ঋণগ্রহীতার বিগত ৩ (তিন) বছরে গৃহীত সকল তলবী ঋণ অশ্রেণীকৃত-স্ট্যান্ডার্ড অবস্থায় সমন্বিত হলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ভালো ঋণগ্রহীতা হিসেবে বিবেচিত হবেন।
৩. মেয়াদী ঋণগ্রহীতার ঋণ হিসাব নিয়মিতভাবে কিস্তি পরিশোধ সাপেক্ষে ৩ (তিন) বছর (গ্রেস/মরেটোরিয়াম পিরিয়ড বাদে) অশ্রেণীকৃত-স্ট্যান্ডার্ড অবস্থায় থাকলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক ভালো ঋণগ্রহীতা হিসেবে বিবেচিত হবেন।
৪. সকল ক্ষেত্রেই কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিগত ৩ (তিন) বছরে কোন গ্রাহক বা তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে বিরূপমানে শ্রেণীকৃত ঋণ থাকলে উক্ত গ্রাহক ভালো ঋণগ্রহীতা হিসেবে বিবেচিত হবেন না।
৫. ৩ (তিন) বছর হিসাবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান গ্রাহকের চলতি বছর শেষের লেনদেনের সাথে পূর্ববর্তী ২ (দুই) বছরের লেনদেন বিবেচনায় নিতে হবে।

ভালো ঋণ গ্রহীতাদেরকে প্রণোদনা প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে ঃ

১. চলমান ঋণের ক্ষেত্রে ৩ (তিন) বছর একাদিক্রমে নিয়মিত ঋণ পরিশোধ/সমন্বয় সাপেক্ষে ৩য় বছরান্তে ভালো ঋণগ্রহীতার ঋণ হিসাবের বিপরীতে উক্ত বছরে আদায়কৃত সুদ/মুনাফার অন্যূন ১০% রিবেট (Rebate) সুবিধা প্রদান করতে হবে। পরবর্তীতে প্রতি বছর শেষে গ্রাহক ভালো ঋণগ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত হলে একই রকম সুবিধা অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও ভালো ঋণগ্রহীতার প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বর্ধিত ঋণ সুবিধাও প্রদান করা যাবে।
২. তলবী ঋণের ক্ষেত্রে ভালো ঋণ গ্রহীতার ৩য় বছরে বিদ্যমান তলবী ঋণের বিপরীতে উক্ত বছরে আদায়কৃত সুদ/মুনাফার অন্যূন ১০% রিবেট (Rebate) সুবিধা প্রদান করতে হবে। পরবর্তীতে প্রতি বছরে গ্রাহক ভালো ঋণগ্রহীতা হিসেবে চিহ্নিত হলে একই রকম সুবিধা অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও ভালো ঋণগ্রহীতার প্রকৃত ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বর্ধিত ঋণ সুবিধাও প্রদান করা যাবে।
৩. মেয়াদী ঋণের ক্ষেত্রে ভালো ঋণগ্রহীতার সংশ্লিষ্ট ঋণ হিসাবের বিপরীতে ৩য় বছরের আদায়কৃত সুদ/মুনাফার অন্যূন ১০% রিবেট (Rebate) সুবিধা প্রদান করতে হবে। পরবর্তী প্রতি বছরে নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ সাপেক্ষে একই রকম সুবিধা অব্যাহত থাকবে। এছাড়াও উক্ত ধরণের ঋণগ্রহীতার প্রকৃত ব্যবসায়িক প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বর্ধিত ঋণ সুবিধাও প্রদান করা যাবে।

অধিকন্তু, ব্যাংকগুলো বার্ষিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভালো ঋণগ্রহীতাদের স্বীকৃতি/পুরস্কার প্রদানকরতঃ তাদেরকে সামাজিকভাবে উচ্চ অবস্থানে আসীন করার মাধ্যমে উৎসাহিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

এ নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(চৌধুরী মোঃ ফিরোজ বিন আলম)
মহাব্যবস্থাপক
ফোন: ৯৫৩০২৫২